ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

এবার শ্রদ্ধা কাপুরকে তলব করেছে ইডি

পৃঃ ৫

ধোনি হতে পারবেন কি রোহিত

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৮০ ● কলকাতা ● ২৩ আশ্বিন, ১৪৩০ ● বুধবার ● ১১ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েলে আটকে

হুগলির ৩ গবেষক, দুশ্চিন্তায় পরিবার

হুগলি, ১০ অক্টোবর: নিউজ সারাদিন : হামাস জঙ্গি সংগঠনের আক্রমণে যুদ্ধ চলছে ইজরায়েলে ।সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, এই যুদ্ধের জেরে দুই দেশ মিলিয়ে হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে । এই যুদ্ধের সময় ইজরায়েলে গিয়ে আটকে পড়েছেন বহু ভারতীয় । যাঁদের মধ্যে রয়েছেন হুগলির তিন গবেষক । গবেষক দম্পতি সহ মোট তিন জন গবেষক আটকে ইজরায়েলে । দুশ্চিন্তায় রয়েছে তাদের পরিবার ।এদিকে গবেষক সৌরভের স্ত্রী অনিন্দিতা বলেন,"খুবই দুশ্চিন্তায় মধ্যে আছি । পুজোর আগে বাড়ি ফেরার কথা ছিল সৌরভের । ১৬ অক্টোবর বিমানের টিকিট কাটা আছে । যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় এয়ার ইন্ডিয়ার সমস্ত ফ্লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । ইজরায়েলে আটকে পরা ভারতীয়রা কী করে ফিরবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পরিবার ।"

সৌরভ তাঁর স্ত্রীকে ফোনে জানাচ্ছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোতে পারছেন না । সাইরেন বাজলেই শেল্টার হোমে ঢুকে পড়তে হচ্ছে । জল খাবার পেতে এখনও সমস্যা হয়নি । তবে দীর্ঘদিন এই অবস্থা চললে কী হবে তা নিয়েই চিন্তায় রয়েছেন । মাঝে মাঝে

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যের বার্তা কেন্দ্রের কাছে পৌঁছে দিলেন রাজ্যপাল,

মুখ খুললেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গতকালই রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার পরেই দিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের আশ্বাস ছিল তিনি রাজ্যের বকেয়ার দাবি কেন্দ্র সরকারের কাছে পৌঁছে দেবেন। কেন্দ্রের কাছে যে রাজ্যের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেইল করে জানিয়েছেন রাজ্যপাল। উল্লেখ্য, রাজ্যের বকেয়া আদায়ে দিল্লির কৃষিভবনে ধর্না দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতারা। ঘাসফুল শিবিরের অভিযোগ তাঁদের সঙ্গে দেখা করেনিনি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। বরং ধর্না থেকে তাদের জোর করে তুলে দেওয়া হয়। দিল্লির আন্দোলন থেকে ফিরেই কলকাতায় রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসেন তৃণমূল নেতারা। কিন্তু রাজ্যপাল চলে যান উত্তরবঙ্গ। শেষপর্যন্ত ধর্নার ৫ দিনের মাথায় রাজ্যপালের সাক্ষাত পায় তৃণমূল প্রতিনিধি দল। মাত্র ২০ মিনিটের বৈঠকে তাদের রাজ্যপাল আশ্বাস দেন, রাজ্যের দাবিদাওয়া তিনি কেন্দ্রের কাছে পৌঁছে দেবেন।রাজ্যের কথা তুলে ধরার জন্য রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিষেক।

রাজ্যপালের মেইল পাওয়ার পর তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিষেক। তিনি লিখেছেন, রাজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরার জন্য রাজ্যপালকে কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে রাজ্যের ২১ লাখ মানুষের জন্য কাজ করায় ধন্যবাদ।কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বার্তা পৌঁছে দেওয়া নিয়ে তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, উনি যে তাঁর পূর্বসুরীর মতো বাংলা

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যের বঞ্চিতরা যাতে যে কোনও মূল্যে

প্রাপ্য টাকা পান, সেটাই নিশ্চিত করতে চায় রাজ্য সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। রাজ্যের বঞ্চিতরা যাতে যে কোনও মূল্যে প্রাপ্য টাকা পান, সেটাই নিশ্চিত করতে চায় রাজ্য সরকার। ১০০ দিনের কাজে রাজ্যের বকেয়া নিয়ে জনস্বার্থ মামলায় এমনটাই জানালেন রাজ্য সরকারের আইনজীবী। একই সঙ্গে তাঁর স্বীকারোক্তি, রাজ্যের কিছু ভুল হতে পারে।এই মামলায় বক্তব্য জানাতে কেন্দ্র সময় চেয়েছে। কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোককুমার চক্রবর্তী বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তদন্তের বিস্তারিত রিপোর্ট বলছে, ১০০ দিনের কাজ নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ৪৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কোনও অডিট রিপোর্ট দেওয়া হয়নি।' আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে হলফনামা দিতে হবে। তারা জানাবে, রাজ্য যে দ্বিতীয় 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' পাঠিয়েছিল তা নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।১০০

এরপর ৩ পাতায়

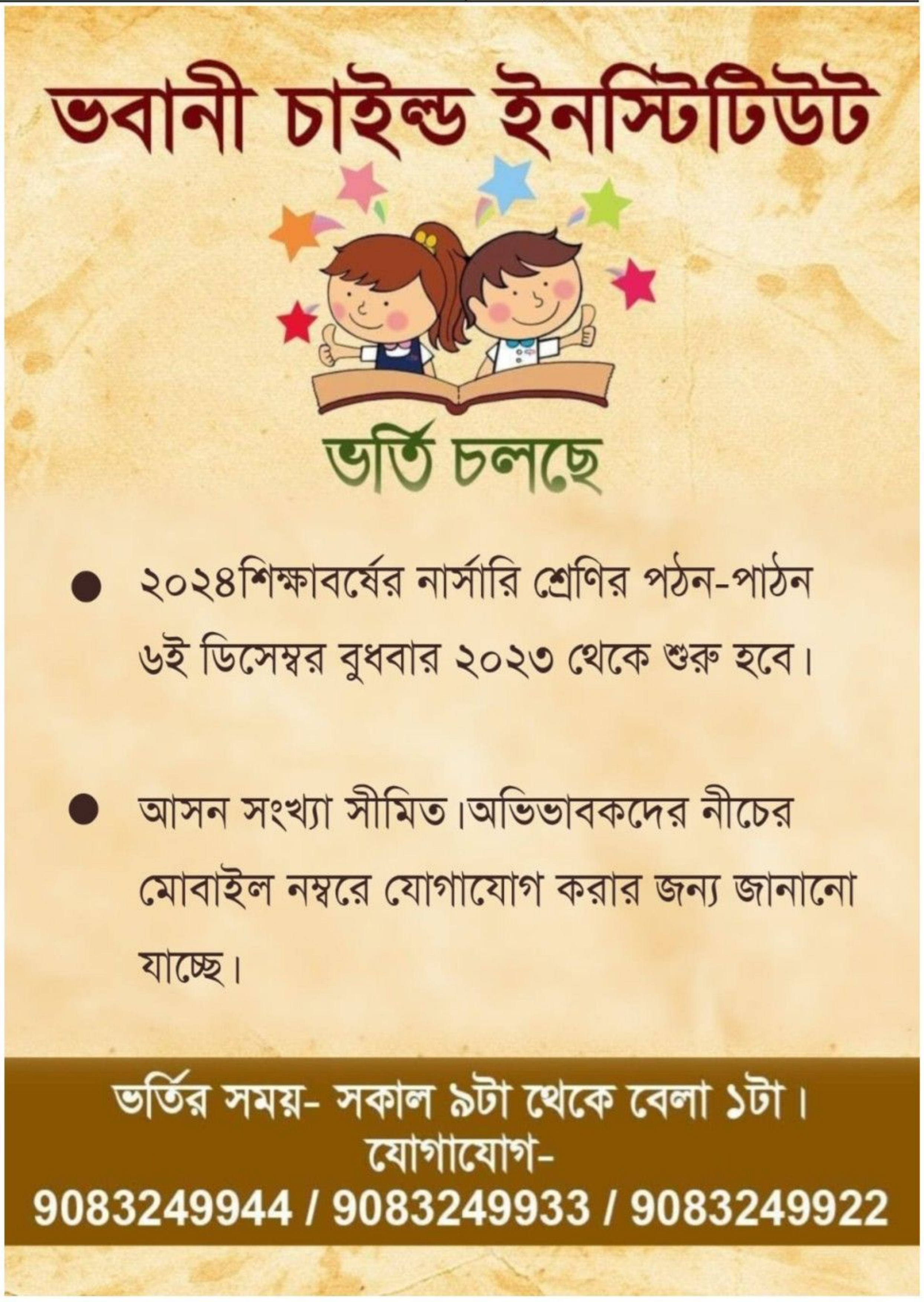

কোলকাতার রাজপথে কয়েক হাজার

মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের মিছিল

সমীর দাস কলকাতা : নিউজ সারাদিন : ১০০ দিনের বকেয়া টাকার দাবিতে অনেকদিন ধরেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব তৃণমূল কংগ্রের রাস্তায় আন্দোলন করছে। কখনো দিল্লিতে তো কখনো রাজভবনে। বৃহস্পতিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কর্মসূচি আংশিকভাবে পালিত হলেও নতুন করে কর্মসূচি ঘোষণা করে তিনি। অভিষেক ব্যানার্জি এর কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক শাখা সংগঠনে হাজার হাজার কর্মী ও নেতৃত্বরা রাজভবনের সামনে এসে ধর্নায় সামিল হয়! দলীয় নির্দেশ মেনেই ধরনা মঞ্চের পঞ্চম দিনে বাংলার ২০ লক্ষ গরিব মানুষের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও বকেয়া পাওনার দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত সরকারের নেতৃত্বে হাজার হাজার মতুয়া ও উদ্বাস্তু সম্প্রদায় সাধারণ মানুষ কলকাতার রাজপথে সামিল হয়!

রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত সরকার বলেন 'বাংলার ২০ লক্ষ গরীব মানুষের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও বকেয়া পাওনা টাকা যেভাবে কেন্দ্র সরকার আটকে রেখেছে তার বেশিরভাগটাই মতুয়া ও উদ্বাস্তু সম্প্রদায় সাধারণ মানুষের! ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি এই সম্প্রদায় মানুষদের ভুল বুঝিয়ে ভোট নিয়েছিল কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে এই সম্প্রদায় মানুষের জন্য একাধিক উন্নয়ন ও প্রকল্প চালু করেছে, যার ফলে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে মতুয়া, নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সম্প্রদায় সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবে'। এই উক্ত ঐতিহাসিক মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক ভোলানাথ বিশ্বাস ও রঞ্জন মজুমদার এবং তৃণমূল নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য সম্পাদক ও আইটি সেল এর ইনচার্জ সমীর দাস সহ বিভিন্ন জেলার সভাপতি, অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ববৃন্দ। অভিষেক ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এই বৃহৎ আন্দোলনের চেহারা দেখে এবার টনক নড়বে কেন্দ্রীয় সরকারের।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির অধীনে

রাজ্য সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ কর্মশালা চালু করলো এনইজিডি

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স বিভাগ দেশজুড়ে রাজ্য সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ কর্মশালার ব্যবস্থা করেছে। এই কর্মশালার লক্ষ্য হ'ল-সরকারি পরিষেবার মানোন্নয়নে নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং নীতি ও কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ। ৯-১২ অক্টোবর মহারাষ্ট্রে প্রথম কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন দপ্তরের ২৮ জনেরও বেশি আধিকারিক যোগ দিয়েছেন। চার দিনের এই কর্মশালায় সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন তথ্য প্রযুক্তি অধিকর্তা শ্রীমতী নিমা অরোরা। এনইজিডি এবং ওয়াধওয়ানি ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড পলিসির পদস্থ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজে নতুন প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ নিয়ে এ ধরনের কর্মশালা আধিকারিকদের পক্ষে উপযোগী হবে। ২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে এই ধরনের কর্মশালার সূচনা করা হয়। এর লক্ষ্য হ'ল-সরকার ও শিল্পমহলের মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত মজবুত করা। আগামী দিনগুলিতে কেরল, লাদাখ, তেলেঙ্গানা সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এ ধরনের কর্মশালার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

রিলায়েন্স জুয়েলস নিয়ে এল

গৌরবময় 'স্বর্ণ বঙ্গ' জুয়েলারি সম্ভার: উৎসবের মরসুমে বাংলার প্রতি এক আদর্শ শ্রদ্ধাঞ্জলি

নয়াদিল্লি, অক্টোবর ৯, ২০২৩: নিউজ সারাদিন : ভারতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য জুয়েলারি ব্র্যান্ড রিলায়েন্স জুয়েলস উন্মোচন করল বাংলার কাব্যিক সৌন্দর্য এবং শৈল্পিক ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত চোখ ধাঁধানো গয়নায় সম্ভার 'স্বর্ণ বঙ্গ'। রিলায়েন্স জুয়েলস ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনুপ্রাণিত থিম্যাটিক জুয়েলারী সংগ্রহের যে ধারা শুরু করেছে, বাংলার পোড়ামাটির মন্দিরগুলির সূক্ষ্মতা, শান্তিনিকেতনের প্রশান্তি এবং দুর্গা পুজোর উদ্দীপনাকে এক অঙ্গে ধারণ করা এই সংগ্রহ সেই সিরিজের অষ্টম সংযোজন।

এক দুর্দান্ত তারকা-খচিত সন্ধ্যায়, বলিউড তারকা করিশ্মা কপুর এই 'স্বর্ণ বঙ্গ' সম্ভারের উদ্বোধন করলেন। পাশাপাশি, শো-স্টপার হিসাবে র‍্যাম্পেও হাঁটেন তিনি।

উদ্বোধন উপলক্ষে, রিলায়েন্স জুয়েলসের সিইও শ্রী সুনীল নায়েক বলেন, "প্রাণবন্ত শৈল্পিক উত্তরাধিকার-সহ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের কলা ও শিল্পের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনুপ্রাণিত আমাদের গহনার সিরিজের এই অষ্টম সংগ্রহটি দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য উদযাপনের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ। আমি নিশ্চিত, এই 'স্বর্ণ বঙ্গ' সংগ্রহ তার কালোত্তীর্ণ লাবন্যময় নকশা, অতি সূক্ষ্ম কারিগরি এবং সৌন্দর্যের দৌলতে আগামী দিনে আমাদের গ্রাহকদের মন জয় করবে।"

বছরের পর বছর ধরে, প্রতিটি অলঙ্কার সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে রিলায়েন্স জুয়েলস গ্রাহকদের এক সাংস্কৃতিক যাত্রার শরিক করে তুলেছে, অলঙ্কারকে রূপান্তরিত করেছে শিল্পকর্মে- যা হয়ে উঠেছে ভারতের প্রবহমান ইতিহাসের প্রতিফলন। 'স্বর্ণ বঙ্গ' সংগ্রহও সেই ধারা বজায় রেখেই বাংলার সংস্কৃতি ও শৈল্পিক ঐতিহ্যের নির্যাসকে তুলে ধরছে। এই সংগ্রহগুলি শুধুই গয়নার পসরা নয়, হয়ে উঠেছে ভারতের ইতিহাসের অভিব্যক্তি।

প্রধান অতিথি শ্রীমতি কারিশ্মা কাপুর বলেন, "আমি যে হীরের শো-স্টপার সেটটি পরার সুযোগ পেয়েছি- তা এক অনন্য শিল্পকর্মের নিদর্শন। এই অলঙ্কারগুলি যেন পশ্চিমবঙ্গের সারসত্তাকে সুন্দরভাবে বুনে তৈরি করা হয়েছে। উৎসবের এই মরশুমে যাঁরা গয়নায় একই সঙ্গে আভিজাত্য ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির ছোঁয়া খুঁজছেন, আমি আন্তরিকভাবে মনে করি, এই 'স্বর্ণ বঙ্গ' সম্ভার তাঁদের পক্ষে আদর্শ। এ শুধু অলঙ্কার নয়, এর মধ্যে মিশে আছে বাংলার আত্মা এবং ঐতিহ্য- যা আপনি গর্বের সঙ্গে ধারণ করতে পারেন। আমি এই সংগ্রহ দেখে সত্যিই মুগ্ধ এবং বিশ্বাস করি, আমাদের উৎসবের পোশাক-সম্ভারে এই সংগ্রহ পূর্ণতা এনে দেবে।"

'স্বর্ণ বঙ্গ' সংগ্রহটি রিলায়েন্স জুয়েলসের অতুলনীয় সিরিজের অষ্টম সংযোজন। এই সিরিজগুলির প্রতিটি সংগ্রহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্য, স্থাপত্য এবং কারুশিল্পকে প্রতিফলিত করে। উদাহরণস্বরূপ, থাঞ্জাভুর সংগ্রহটি তৈরি করা হয়েছে চোল সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী রাজধানী থাঞ্জাভুর থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে। একইভাবে, মহালয়া সংগ্রহে তুলে ধরা হয়েছে মহারাষ্ট্রের দীপ্তি ও বৈভব। অন্য দিকে রাণকার সংগ্রহটি কচ্ছের রাণের অপূর্ব সৌন্দর্য দ্বারা অনুপ্রাণিত।

এছাড়াও, রিলায়েন্স জুয়েলসের কাশীয়াম সংগ্রহে ঝলমল করতে থাকে বেনারসের মহিমা এবং ওড়িশা-অনুপ্রাণিত উৎকল সংগ্রহ উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাণবন্ত জীবনধারার কথা মনে করিয়ে দেয়। উৎকৃষ্ট অতুল্য সংগ্রহ যেখানে রাজস্থানের রাজকীয় অতীত এবং মুঘল যুগের ঐশ্বর্যের আভাস দেয়, তখনই এর অপূর্বম সংগ্রহ হাম্পির স্থাপত্যের মহিমাকে চিত্রিত করে।

'স্বর্ণ বঙ্গ' সংগ্রহ বর্তমানে সমস্ত রিলায়েন্স জুয়েলস স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।

'স্বর্ণ বঙ্গ' সংগ্রহ সম্পর্কে: 'স্বর্ণ বঙ্গ' সংগ্রহটি বাংলার কাব্যিক সৌন্দর্য এবং শৈল্পিক পরম্পরার প্রতিফলন। পোড়ামাটির মন্দিরগুলির সূক্ষ্ম ও জটিল কারুকার্য, শান্তিনিকেতনের নির্মল প্রশান্তি এবং দুর্গাপুজোর প্রাণবন্ত উৎসাহকে মূর্ত করে তোলে এই অলঙ্কার সংগ্রহ। সূক্ষ্ম নকশাকাটা চোকারের সম্ভার, নিখুঁত ও জটিল কারুকাজে অলঙ্কৃত লম্বা নেকলেস, কানের দুল, চুড়ির বৈচিত্র্যময় পসরা-সহ এই 'স্বর্ণ বঙ্গ' সংগ্রহ যেন কালজয়ী অলঙ্কারের পরতে পরতে বঙ্গ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাকে বুনে চলেছে; ফুটিয়ে তুলেছে বাংলার প্রাণকে।

'স্বর্ণ বঙ্গ' সংগ্রহ সংক্রান্ত ফিল্মটি দেখতে https://youtu.be/n-30TVEtQ9Y এখানে ক্লিক করুন।

রিলায়েন্স জুয়েলস সম্পর্কে:
রিলায়েন্স রিটেইল লিমিটেডের অংশ রিলায়েন্স জুয়েলস দু'শোরও বেশি শহরে চার শতাধিক শো-রুম এবং শপ-ইন শপে উপলব্ধ। এই ব্র্যান্ডের সম্ভারে রয়েছে সোনা, হীরা এবং রূপার গহনার বিশাল, আকর্ষণীয় সংগ্রহ। মূলত নকশা এবং কারুকার্যের উপর জোর দেওয়া এই ব্র্যান্ডের লক্ষ্য হল গ্রাহকদের হাতে শিল্প, নৈপুণ্য এবং সমৃদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত অলঙ্কার তুলে দেওয়া।

আরও জানতে দেখুন-
আমাদের ওয়েবসাইট: http://www.reliancejewels.com
ফেসবুক: https://www.facebook.com/RelianceJewels/
ইনস্টাগ্রাম: https://www.instagram.com/reliancejewels/
ইউ টিউব: https://bit.ly/3CFj3Y5 - এখানে যান

মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে

১০ বছরে ১ হাজার ১৪৬ জন নিহত

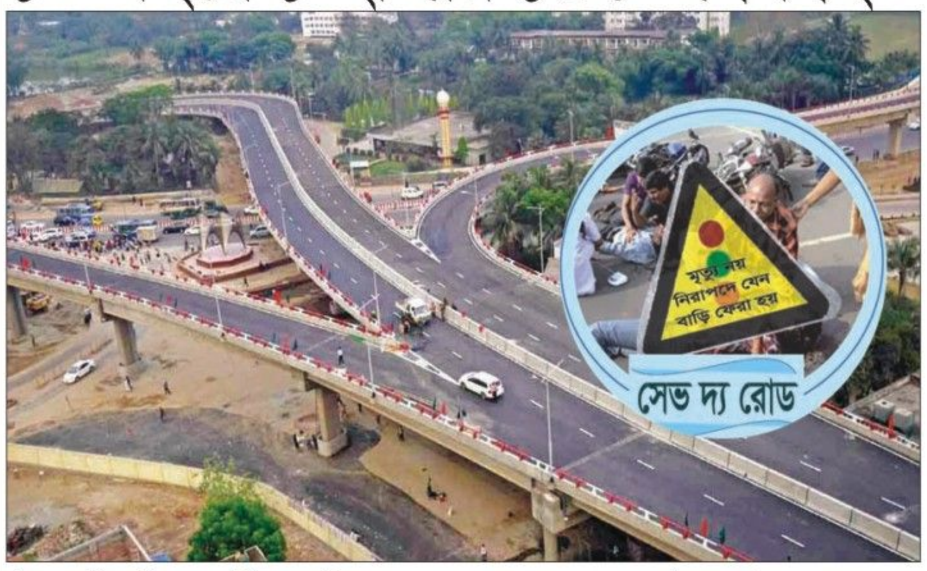

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০১৩ সালের ১১ অক্টোবর উদ্বোধনের পর থেকে গত ১০ বছরে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে উঠতে-নামতে ও চলতে ছোট-বড় ৮ হাজার ৩৩ টি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬ হাজার ৩১২ আহত এবং ১ হাজার ১৪৬ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সেভ দ্য রোড। আকাশ-সড়ক-রেল ও নৌপথকে দুর্ঘটনামুক্ত করার লক্ষ্যে সচেতনতা-স্বেচ্ছাসেবি গবেষণাধর্মী সংগঠন সেভ দ্য রোড-এর মহাসচিব শান্তা ফারজানা জানান, ২১ টি জাতীয় দৈনিক, ২২ টি নিবন্ধিত নিউজ পোর্টাল, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স গণমাধ্যম, বাসস, ইউএনবিসহ স্বেচ্ছাসেবিদের তথ্যানুসারে পৃথক বাইকলেন না থাকা, যথাযথ তদারকি না করা, নিয়ম না মেনে দ্রুতবাহন চালানো ও স্লিপারগুলো দূর্ঘটনামুক্ত করার জন্য উপযোগি না হওয়ায় প্রতিনিয়ত দূর্ঘটনা ঘটেই চলছে। ২০১৩ সালের ১১অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছোট বড় ১৮৮ টি দূর্ঘটনায় ১৫৮জন আহত এবং নিহত হন ৩০ জন। ২০১৪ সালে ৭৩২ টি ছোট-বড় দূর্ঘটনায় ৫৫৩ আহত এবং নিহত হন ১৫৫ জন। ২০১৫ সালে ৭৫৯ টি ছোট-বড় দূর্ঘটনায় ৫৬৮ আহত এবং নিহত হন ১২৩ জন। ২০১৬ সালে ৮৬৯ টি ছোট-বড় দূর্ঘটনায় ৬৬৪ আহত এবং নিহত হন ১৫৮ জন। ২০১৭ সালে ৮৫৪ টি ছোট-বড় দূর্ঘটনায় ৭০৭ আহত এবং নিহত হন ১১৮ জন। ২০১৮ সালে ৮৩৬ টি ছোট-বড় দূর্ঘটনায় ৬০৯ আহত এবং নিহত হন ১৬৪ জন। ২০১৯ সালে ৮৪৪ টি ছোট-বড় দূর্ঘটনায় ৬৭৯ আহত এবং নিহত হন ১১৬ জন। ২০২০ সালে ৬৮৬ টি ছোট-বড় দূর্ঘটনায় ৫১৯ আহত এবং নিহত হন ৬৭ জন। ২০২১ সালে ৮২৪ টি ছোট-বড় দূর্ঘটনায় ৬৬০ আহত এবং নিহত হন ৮৩ জন। ২০২২ সালে ৭৬৫ টি ছোট-বড় দূর্ঘটনায় ৬২৭ আহত এবং নিহত হন ৭৩ জন। ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ৬৭৬ টি ছোট-বড় দূর্ঘটনায় ৫৭২ আহত এবং নিহত হন ৫৯ জন। ২০১৩ সালের ১১ অক্টোবর উদ্বোধনের পর থেকে ১০ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত প্রেরিত তথ্যে সেভ দ্য রোড-এর চেয়ারম্যান জেড এম কামরুল আনাম, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান প্রতিষ্ঠাতা কলামিস্ট মোমিন মেহেদী, ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ রায়, আইয়ুব রানা, জিয়াউর রহমান জিয়া আরো জানান, নির্মম হলেও সত্য, কেবলমাত্র বাইকলেন না থাকা ও অসতর্কতার কারণে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে ৭০% বাইক-এর। আর নিহতও সবচেয়ে বেশি হয়েছে বাইক দূর্ঘটনায়। ২০০৭ সালের ২৮ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে আত্মপ্রকাশের পর থেকে আকাশ-সড়ক-রেল ও নৌপথকে দুর্ঘটনামুক্ত করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক একমাত্র স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন সেভ দ্য রোড দুর্ঘটনামুক্ত মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের জন্য অনতিবিলম্বে বাইকলেন, স্লিপারগুলো সংস্কার, সার্বক্ষণিক সিসিটিভি স্থাপন, তদারকির জন্য বিশেষ টিম সার্বক্ষণিক রাখার সুপারিশ করেছে।

সুন্দরবনের মানুষের বিপদে

মানুষের পাশে কাঁটামারী বালক সংঘ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যে মানুষটি সারাদিন নিজের কথা না ভেবে মানুষের কথা ভাবে তার কথা আজ আমাদের কলমে তুলে ধরব। তবে তুলে ধরার আগে তার বিবরণ না দিলে হয়তো অনেকেই জানতে পারবে না , তিনি কে কোথা থেকে তার উৎপত্তি।

দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী ব্লকের দেউলবাড়ী অঞ্চলের কাঁটামারীর বালক সংঘ এর সম্পাদক সমতুল নস্কর বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে গড়ে তুলেছেন কাঁটামারী বালক সংঘ নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ১৯৮২ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অনুমোদন পায় সেই থেকে এলাকায় শিক্ষা,স্বাস্থ, পরিবেশ কৃষি বাল্যবিবাহ রোধ,পাচার রোধ,বধুনিযাতন বন্ধ সহ আয়লা,আম্পুন,ইয়াস ঘুর্নীঝড় বন্যা সাইক্লোন ও করনার মত মহামারিতে বিভিন্ন সমাজ সেবার কাজ করেন,

ও এলাকায় কোন স্কুল না থাকায় ২০০৭ সালে সমতুল নস্কর স্কুলছুট মৎস্যজীবি পরিযায়ী শ্রমিকের ছেলে মেয়েদের নিয়ে নিজের জমিতে শহীদ ভগৎ সিং শিক্ষা নিকেতন নাম দিয়ে একটি প্রাইমারী স্কুল খোলেন, প্রথম দিকে স্কুল চালাতে গিয়ে সমতুল নস্কর নিজের গরু গাছ বিক্রি করে ও সমতুল বাবুর স্ত্রী মালতী নস্কর অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা তার মাহিনার টাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিয়ে স্কুল চালাতে হয়েছে, প্রতিবৎসর ভিক্ষে করে ছাএছাত্রীদের পূজার পোষাক অভিভাবক দের শীতের কম্বল দেওয়া হয়। এর পর কোন দানী ব্যাক্তি চাল ডাল সাহায্য করলে শিশুদের মিডডে মিল খাওয়ানো হয়।

বর্তমান স্কুলের ছাএ ছাত্রীর সংখ্যা ১৬২ জন শিক্ষিকা সহায়িকা স্বাস্থ্য কর্মী রান্নার ঠাকুর সহ ১৩ জন কাজ করে সমতুল বাবু ভিক্ষে করে এদের সামান্য ১৫০০ টাকা করে হাত খরজ দিয়ে থাকে পরবর্তী সময়ে রোটারীক্লাব অফ কলকাতা ময়দানেল আর্থিক সহরোগিতায় শহীদ ভগৎ সিং শিক্ষানিকেতনের স্কুল গৃহটি নির্মান হয়।

খুব অভাবী সমতুল নস্কর মনের জোরে অনেক লড়াই সংগ্রাম করে এই স্কুল চালিয়ে আসছেন।

১-ম পাতার পর

রাজ্যের বঞ্চিতরা যাতে যে কোনও মূল্যে প্রাপ্য টাকা পান, সেটাই নিশ্চিত করতে চায় রাজ্য সরকার

দিনের কাজ নিয়ে দুটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় হাই কোর্টে । একটি করেন শুভেন্দু অধিকারী, ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির প্রতিবাদে। আরেকটি করে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজদুর সমিতি প্রাপ্য টাকা আদায়ের দাবিতে। এদিন দুটি মামলারই শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে।

শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন,' রাজ্য এ নিয়ে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় না। এটি একটি জনস্বার্থ মামলা। আমরা চায় রাজ্যের আসল উপভোক্তারা যেন প্রকল্পের সুবিধা পান। রাজ্য কখনও ভুল করে না এটা আমি বলব না। কিছু ভুল হতে পারে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, অনেক রাজ্যের ক্ষেত্রেই হয়। প্রশ্ন হল, রাজ্য যে 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' পাঠিয়েছিল, এক বছর পেরিয়ে গেলেও কেন তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানাল না কেন্দ্র?

১-ম পাতার পর

রাজ্যের বার্তা কেন্দ্রের কাছে পৌঁছে দিলেন রাজ্যপাল, মুখ খুললেন অভিষেক

বিরোধী নন সেটা প্রমাণ করার এর থেকে ভালো সুয়োগ আর হতে পারে না। আশাকরি উনি এই সুযোগের সদ্বব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। বিশেষভাবে ধন্যবাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আন্দোলনতে তীব্র করে বর্তমান রাজ্যপালকে বাংলা বিরোধী তকমা ঝেড়ে ফেলার সুযোগ তিনি দিয়েছেন। এদিকে, আজই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন সি ভি আনন্দ বোস। তবে জানিয়ে রাখা ভালো রাজ্যের দাবিদাওয়া ও বকেয়া সংক্রান্ত কোনও বিষয় নিয়ে অমিত সাহর সঙ্গে আলোচনার কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই জানা যাচ্ছে। তবে সূত্রের খবর অমিত শাহর সঙ্গে রাজ্যপালের বৈঠকের মূল বিষয় হল রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা। পাশাপাশি রাজ্যপালের অভিযোগ অনুযায়ী রাজভবনে যে চরবৃত্তির অভিযোগ রাজ্যপাল করেছিলেন তা নিয়েও কথা হতে পারে। সম্প্রতি ১৪৪ ধারার মধ্যেও কীভাবে রাজভবনের সামনে ধর্না হতে পারে তা নিয়ে রাজ্যকে চিঠি লিখেছিলেন রাজ্যপাল। সেই বিষয়টিও উঠতে পারে আজকের বৈঠকে। উত্তরবঙ্গের বন্য পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হতে পারে। কারণ খোদ রাজ্য সরকারের অভিযোগ ছিল, সিকিমের জন্য যেভাবে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই একই পরিস্থিতির জন্য বাংলাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে না।

১-ম পাতার পর

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েলে আটকে হুগলির ৩ গবেষক, দুশ্চিন্তায় পরিবার

বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। হামাস জঙ্গিরা যেখানে সেখানে ঢুকে হামলা চালাচ্ছে। ক্ষেপণাস্ত্র থেকে বোমা ফেলা হচ্ছে । মাঝে মধ্যে কানে আসছে সেসব শব্দ । অনিন্দিতা নিজেও ইজরায়েলে গিয়েছিলেন কয়েকমাস আগে। সেখানে অনেক ভারতীয় এবং বাঙালি রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা কী করে দেশে ফিরবেন জানা নেই ।স্ত্রী ও তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে ইজরায়েলের হাইফা শহরে আটকে রয়েছেন উত্তরপাড়ার গবেষক সোমোদয় হাজরা । যুদ্ধের কারণে ইজারায়েলে বন্ধ স্কুল কলেজ, যদিও যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমোদয় হাজরা গবেষণা করেন, সেটি খোলা আছে। সেখানে গবেষণার কাজ চলছে । স্নায়ুতন্ত্র বিষয়ে গবেষণা করেন স্বামী-স্ত্রী । যদিও হাইফা শহরে এখনও যুদ্ধের আঁচ পৌঁছয়নি । তবে সাইরেন বাজলেই বাঙ্কারে ঢুকে যেতে হচ্ছে খাবার সংগ্রহ করে । কালীপুজোর আগে ৯ নভেম্বর বাড়ি ফেরার টিকিট কাটা আছে তাঁদের । কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতে তাঁরা এখনই বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে দেড় বছর আগে হুগলির ধনিয়াখালির ভাণ্ডারহাটির আরও এক গবেষক ইজরায়েলের বাণিজ্যনগরী তেল আভিভেতে যান সৌরভ কুমার । তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ে (নিউরো সায়েন্স) অ্যালঝাইমার্স রোগ নিয়ে গবেষণা করছেন তিনি । তবে বাড়ি ধনিয়াখালি হলেও বর্তমানে উত্তরপাড়ায় থাকে তাঁর পরিবার । স্ত্রী অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের ফিজিওলজির অধ্যাপক । তাঁদের সাত মাসের মেয়ের অর্নাকে নিয়ে থাকেন । তিনিও সকলের মতো দুশ্চিন্তায় রয়েছেন । সকলের পরিবার চায় যত শীঘ্র সম্ভব তাদের ফেরার ব্যবস্থা করুক ভারত সরকার ।সোমোদয়ের বাবা প্রাক্তন অধ্যাপক উদয়শঙ্কর হাজরা । দু'সপ্তাহ আগে ছেলের কাছ থেকে ফিরেছেন স্বামী-স্ত্রী । তাঁর কথায়, "আমার ছেলে যেখানে আছে তা অন্য জায়গার তুলনায় নিরাপদ । তবে যুদ্ধের পরিস্থিতি তো কোনও কিছু বলা যায় না । ছেলে বৌমা ছাড়া ভারতের অনেকেই আছেন । আমাদের আবেদন ভারত সরকার ও ভারতীয় দূতাবাস তাদের ফেরানোর ব্যবস্থা করুক ।"সোমোদয় ইজরায়েল থেকে ভিডিয়ো কলে বাবা-মাকে বলছেন তাঁরা যেন দুশ্চিন্তা না করেন । তাঁর কথায়,"সাইরেন বাজলে বাঙ্কারে ঢুকে যেতে বলা হয়েছে । ৭২ ঘণ্টার জন্য জল, খাবার, পোশাক মজুত করে রাখতে বলা হয়েছে । সোমোদয় ও জয়িতা হাইফার টেকনিয়ন আইআইটিতে গবেষণা করছেন । স্থানীয় সূত্র থেকে তিনি জানতে পেরেছেন, এই মুহূর্তে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট বন্ধ আছে । আমাদের সংস্থার সকলেই আমাদের সহযোগিতা করছে ঠিকই কিন্তু আমরাও চাইছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় । আমাদের বন্ধুবান্ধবরাও বিভিন্নভাবে যাওয়ার চেষ্টা করছে । যদি এয়ার ইন্ডিয়া না হয় তাহলে অন্যান্য দেশ ঘুরে তবে ভারতে যাওয়া যাবে ।"

রোমে ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইডো ক্রোসেত্তোর সঙ্গে বৈঠক করলেন

নতুন দিল্লি, ১০ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং তাঁর ইতালি ও ফ্রান্স সফরের প্রথম পর্বে রোমে ৯ অক্টোবর ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইডো ক্রোসেত্তোর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। প্রশিক্ষণ, তথ্য বিনিময়, সামুদ্রিক মহড়া ও সমুদ্র সুরক্ষা সহ প্রতিরক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। প্রতিরক্ষা শিল্প ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে দুই নেতা মতবিনিময় করেছেন। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত ও ইতালির পরিপূরক ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে যৌথ উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় স্টার্টআপগুলির সঙ্গে ইতালিয় সংস্থাগুলির আলোচনা ও আদান-প্রদান বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। বৈঠকের পর নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নীতি, গবেষণা ও উন্নয়ন, সামরিক প্রশিক্ষণ, সমুদ্র সংক্রান্ত সচেতনতা, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্যের আদান-প্রদান, প্রতিরক্ষা শিল্প এবং যৌথ উন্নয়ন, যৌথ উৎপাদন ও যৌথ উদ্যোগ স্থাপন সহ প্রতিরক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়ে দুদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এর আগে, রাজনাথ সিং-কে ভিলা মাদামায় গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। সিয়ামপিনো বিমানবন্দরে প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানান ইতালিতে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত ডঃ নীনা মালহোত্রা এবং ইতালি সরকারের পদস্থ আধিকারিকরা।

দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা আমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠছে হোয়াটস্অ্যাপ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে হোয়াটস্অ্যাপ।

তিনি তাঁর হোয়াটস্অ্যাপ-এর লিঙ্কও ভাগ করে নিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "গোটা দেশে ছড়িয়ে থাকা আমার পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠছে হোয়াটস্অ্যাপ। আমার এই চ্যানেলের সঙ্গে আপনি অবশ্যই যুক্ত হন এবং সবধরনের আপডেট আপনার ফোনে তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন।

৬ মাস ধরে বেতন বন্ধ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ৬ মাস বেতন বন্ধ কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যের। কোনওমতে দিন চালাচ্ছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাধন চক্রবর্তী। এপ্রিল মাসে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে সাধনের মেয়াদ শেষ হয়েছে। কিন্তু তারপর আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরতে পারছেন না তিনি। রেজিস্ট্রারের সঙ্গে উপাচার্যের সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ডিএ-র দাবিতে ১০ মার্চ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল সরকারি কর্মীদের যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের পক্ষ থেকে। পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সেই ধর্মঘটে অনুপস্থিত কর্মীদের সরকারি নির্দেশনামা উপেক্ষা করে পুরো বেতন দিয়ে দিয়েছেন ও সেদিনকার অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার অর্থ মন্ত্রকে পাঠাতে অসহযোগিতা করছেন। এই অভিযোগ তুলে রেজিস্ট্রারকে চাকরি থেকে বরখাস্তের নোটিস দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সাধন চক্রবর্তী। তখন থেকেই বিতর্কে ছিলেন তিনি ।অভিজ্ঞ মহলের একাংশের মত, তার পিছনে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতও থাকতে পারে। কিন্তু এই জটিল পরিস্থিতিতে অধ্যাপক ৬ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না।

অধ্যাপক সাধন চক্রবর্তীর বলেন, "আমাকে রেজিস্ট্রার বলেন কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিলিজ অর্ডার আনতে হবে। আমি শুনে অবাক হই। কারণ এর আগে কোনও ভাইস চ্যান্সেলরকে এমন করতে হয়নি।" অধ্যাপকের বক্তব্য, "দু-তিন বার আমি মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ওঁ কোও উত্তর দেননি। তখন বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হই। সেই মামলা এখন চলছে।"

অধ্যাপক জানাচেছন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ মে তিনি জয়েনিং লেটার জমা করেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও বেতন পাননি তিনি। অধ্যাপক বলেন, "আমার পরিবার মারাত্মকভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। আমার বন্ধুরা আমাকে সাহায্য করছেন। পাঁচ-ছ'মাস ধরে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে যাচ্ছেন। তাতে আমি বেঁচে রয়েছি।"তবে এর আগে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন শিক্ষক-অশিক্ষক-পড়ুয়াদের লাগাতার বিক্ষোভ চলছিল সাধন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। তাঁর পদত্যাগের দাবি ওঠে। তিনি সে সময়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, সরকার না চাইলে তিনি পদত্যাগ করবেন না।

কাকভোরে খতম দুই লস্কর জঙ্গি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কাকভোরে খতম দুই লস্কর জঙ্গি। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। কাশ্মীর পুলিশ সমাজমাধ্যমে এই সংঘর্ষের কথা জানিয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামায় কাশ্মীরি পণ্ডিত সঞ্জয় শর্মাকে খুন করা হয়েছিল। সেই হত্যাকাণ্ডে এই দুই জঙ্গির হাত ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, পুলওয়ামায় একটি ব্যাঙ্কের নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে কাজ করতেন সঞ্জয়। বাজার যাওয়ার পথে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। গুরুতর আহত অবস্থায় সঞ্জয়কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিতসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। কাশ্মীরি পণ্ডিতের হত্যাকাণ্ডে মঙ্গলবার নিহত দুই জঙ্গির যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে।

সোপিয়ানে অভিযান এখনও থামেনি। নিরাপত্তারক্ষীরা আরও জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। ওই এলাকায় আরও বেশ কয়েক জন জঙ্গি লুকিয়ে থাকতে পারেন বলে অনুমান তাঁদের ।মঙ্গলবার ভোরে জম্মু ও কাশ্মীরের সোপিয়ানের আলশিফোরা এলাকায় নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় জঙ্গিদের। ওই এলাকায় জঙ্গিরা লুকিয়ে ছিল বলে দাবি পুলিশের ।কাকভোর থেকে গুলির লড়াই চলছিল। কাশ্মীর জ[illegible]নে পুলিশ এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) জানিয়েছে, নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে দুই জঙ্গি নিহত। তাঁদের নাম মোরিফত মকবুল এবং জাজমি ফারুক ওরফে আবরার। হত দুই জঙ্গি লস্কর-ই-তইবার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে দাবি নিরাপত্তারক্ষীদের।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৮০ সংখ্যা ১১ অক্টোবর, ২০২৩ বুধবার ২৩ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মোদী সরকার ও বিজেপির প্রচারের জবাব দেবে 'কুইক রেসপন্স টিম

ভোট ঘোষণার মধ্যেই দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার কৌশল সাজাতে শুরু করেছে এআইসিসি। সেই উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে সমাজমাধ্যমের উপর, এমনটাই কংগ্রেস সূত্রে খবর। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীর সরকার, বিজেপি ও আরএসএস-কে জবাব দিতে 'কুইক রেসপন্স টিম' গড়েছে কংগ্রেস।কংগ্রেসের এই সমাজমাধ্যমের দলটি কেবলমাত্র বিজেপিকেই নিশানা করবে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা অশোক। তাঁর কথায়, "যে হেতু লোকসভার লড়াই সরাসরি বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের, তাই এ ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি কেন্দ্রের শাসকদলকেই আক্রমণ করব। আমাদের যাবতীয় প্রচার, পাল্টা প্রচার সবই হবে বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে।"

এআইসিসির সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছে, রাহুল গান্ধীর ভারত জনযাত্রায় সমাজমাধ্যমে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। সমাজমাধ্যম কতটা শক্তিশালী, ভারত জোড়ো যাত্রার মাধ্যমে সেই প্রমাণ পেয়েছে এআইসিসি। তাই লোকসভা ভোটে বিজেপি ও আরএসএসের প্রচারের জবাব দিতে ভার্চুয়াল মাধ্যমকে যত বেশি ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল।এআইসিসির নির্দেশে সেজে উঠছে সব ক'টি প্রদেশ কংগ্রেস সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসও এই সংক্রান্ত বিষয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছে।

গত রবিবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। সেখানে প্রশিক্ষণ দিতে দিল্লি থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির ছিলেন সোশ্যাল মিডিয়া সেলের জাতীয় চেয়ারম্যান সুপ্রিয়া শ্রীনেত। এ ছাড়াও এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সোশ্যাল মিডিয়া সেলের ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর লাভ দত্ত, কংগ্রেস নেতা শুভঙ্কর সরকার, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।এই কর্মশালায় হাজির বক্তারা পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সামজমাধ্যমকে শক্তিশালী করার পক্ষে জোর দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪২ জনকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া সেলের রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। মূল দায়িত্বে রয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অশোক ভট্টাচার্য। তাঁর নেতৃত্বেই পরিচালিত হবে কংগ্রেসের সমাজমাধ্যমের যাবতীয় কর্মকাণ্ড। তার নীচে জেলা কমিটি, লোকসভা ও বিধানসভা ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। সেখানেও চেয়ারম্যান ও আহ্বায়ক নিয়োগ করে দায়িত্ব বণ্টন করা হবে কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের মধ্যে। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পাড়ায় পাড়ায় অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে হোয়াট্সঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে বিজেপি, মোদী সরকার ও আরএসএসের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজেপির বিকল্প হিসাবে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে কংগ্রেস কী কী করবে, এই কর্মসূচিতে তা-ও তুলে ধরা হবে। পাড়ায় পাড়ায় হোয়াট্সঅ্যাপ গ্রুপ তৈরির পাশাপাশি জেলা, লোকসভা ও বিধানসভা ভিত্তিক হোয়াট্সঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করতে হবে। এই সব হোয়াট্সঅ্যাপ গ্রুপকে সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হবে একটি 'কুইক রেসপন্স টিম'। যারা বিজেপির যে কোনও ধরনের প্রচারের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার করতে সোশ্যাল মিডিয়া সেলকে তথ্য সরবরাহ করবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের সঙ্গে সাক্ষাত রাজ্যপাল বোসের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাতে দিল্লিতে এসে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ শাহের সঙ্গে সাক্ষাত করতে তাঁর অফিসে যান তিনি। সেখানেই প্রায় এক ঘণ্টা ছিলেন বোস। বেলা ১২টা নাগাদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও মন্তব্য করেননি রাজ্যপাল।বাংলার রাজনীতির কারবারিদের মতে, যে হেতু তৃণমূল নেতৃত্ব দাবিপূরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে, তাই রাজ্যপালকে এ ক্ষেত্রে কিছুটা বাড়তি উদ্যোগ দেখাতেই হত। তাই দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাত করছেন তিনি। সেই পর্যায়েই আনন্দ বোস কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। আগামী কয়েক দিনে হয়তো পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তৃণমূল নেতৃত্বের দাবিদাওয়া নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মন্ত্রীদের সঙ্গেও বৈঠক হতে পারে বোসের।

তবে রাজনীতির কারবারিদের একাংশের মতে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা জনিত বিষয় নিয়েও রাজ্যপাল-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাক্ষাত হতেই পারে। কারণ, সব রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার বিষয় দেখার দায়িত্ব থাকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। আর রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে নিয়োগ করলেও, তাঁকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই রাজ্যে কাজকর্ম করতে হয়। এ ক্ষেত্রে লোকসভা ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হতেই পারে।

সোমবার বিকেলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ইস্যু নিয়ে বৈঠক হয় রাজ্যপালের। তার পরেই সন্ধ্যার বিমানে তিনি রওনা দেন রাজধানীর উদ্দেশে। আর পর দিন সকালেই শাহের দফতরে তাঁর সাক্ষাতপর্ব নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে।

মনে করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে তৃণমূল প্রতিনিধি দলের দাবিদাওয়া নিয়েই রাজ্যপাল কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে। তবে জাতীয় রাজনীতির কারবারিদের একাংশের কথায়, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব রাজ্যপালকে যে অভিযোগ করেছেন, তার সুরাহা করতে পারবেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কারণ বিষয়টি তাঁর মন্ত্রকের অধীনে নয়। এ ক্ষেত্রে সমস্যা মেটাতে হলে রাজ্যপাল সরাসরি কথা বলতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিংবা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহর সঙ্গে। কিন্তু রাজ্যপাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করাতেই নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। সোমবার বিকেল ৪টেয় রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। বৈঠকে রাজ্যপালের আশ্বাসে ধর্না অবস্থান তুলে নিয়েছে তৃণমূল। তবে ধর্না কর্মসূচি তোলার আগে অভিষেক বলেন, "রাজ্যপাল কথা দিয়েছেন, দু'সপ্তাহ নয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করবেন। আমি যত দূর শুনেছি, ইতিমধ্যে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন তিনি। আশা করছি, এর বিহিত উনি করবেন।" সঙ্গে জানিয়ে দেন, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে কেন্দ্রের 'সদুত্তর' না পেলে ১ নভেম্বর থেকে ফের কর্মসূচি শুরু হবে। তিনি বলেন, "১ নভেম্বর যখন রাস্তায় নামব, অভিষেকের নেতৃত্বে নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। ৫০ হাজার মানুষ হাঁটবেন, সামনে মমতা।"

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

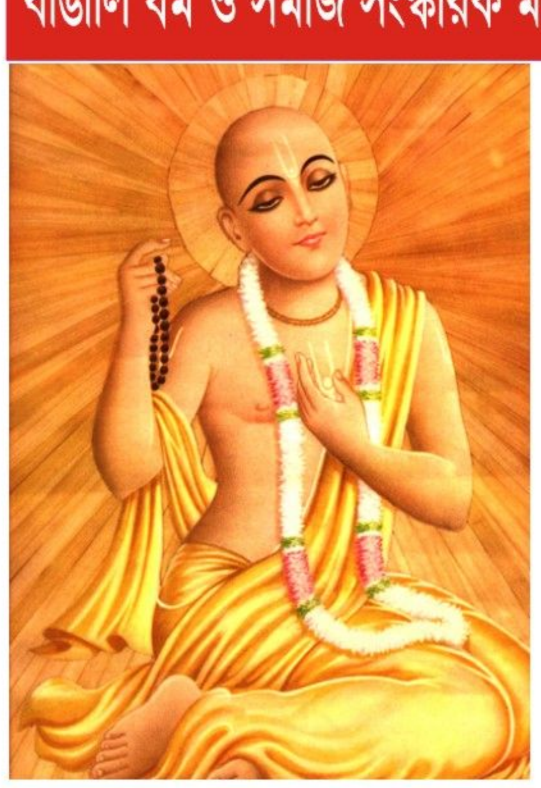

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কথামৃতে আছে,একবার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের নিয়ে নবদ্বীপ দর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁর ও ইচ্ছা ছিল চৈতন্যদেবের জন্মস্থান দর্শন। কিন্তু নবদ্বীপে তিনি তা খুঁজে পাননি।নৌকা করে মায়াপুরের দিকে যেতে মাঝ ভাগীরথীতে তিনি দিব্যজ্ঞানে দেখতে পান, চৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভু রথে করে ওপর থেকে নেমে আসছেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

যারা ভাবছে সবাইকে ক্ষতি করবে তাকে কিছু করতে পারবে না,এই ধারনা সম্পূর্ণ ভুল , ঈশ্বর তার প্রমান দেবে সময় মতো। হাজার ক্ষতি করতে চাইলেও ঈশ্বর সর্বদাই সৎ মানুষের সাথে থাকে তার প্রত্যক্ষ পরমান আমি নিজে। আমি ঈশ্বর মানি আর নাই বা মানি সারা বিশ্বজুড়ে মায়ের প্রভাব বিস্তার লাভ করে রয়েছে এই ধরাধামে। ঈশ্বর ছাড়া এই পৃথিবীতে বাঁচার কোন রাস্তাই নেই, ঈশ্বরী পারে একটা মানুষকে যত যত যোগ্য স্থানে পৌঁছে দিতে। তবে রাজনৈতিক হিংসা মানুষকে যেভাবে নাস্তানাবুদ করে আর ঈশ্বর তার একের পর এক বিচার-বিবেচনা করতেই থাকে। ঈশ্বর পারে না এমন কোন কাজ নেই এটা আমি আমার জীবনের উপলব্ধি দিয়ে বলতেই পারি। ঈশ্বর আমরা বিভিন্ন রূপে, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন বিষয়ে তাকে দেখে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর যেন বিরাজমান। তাই বলবো মানুষ যত অসহায়হয়ে পড়ে তার বুদ্ধি বিবেক এবং জ্ঞান ততটাই লোপ পেয়ে যায়।সময় কে প্রকৃত বন্ধু আর কে বন্ধু নয় সেটি বিপদে পড়লে সবকিছু পরিষ্কার হয় নিজের কাছে।এ প্রসঙ্গে নিজের কিছু উপলব্ধি কথা না লিখলে আজ আমার এই লেখাটি আপনাদের কাছে অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে।অনেকেই আমাকে বলেছে তুমি সাংবাদিকতা কেন করছ এটা ছেড়ে দাও আমি স্বামী বিবেকানন্দর কথামতো বলেছিলাম ঈশ্বর যা করার আমি তাই করছি। স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ ছিলেন, এ প্রসঙ্গে হয়তো অনেকের অজানা। স্বয়ং ঈশ্বর বিবেকানন্দকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিয়েছে, সে প্রসঙ্গে একটু বলে রাখাই ভালো।স্বামী বিবেকানন্দ এর একটি ঘটনা স্বামীজী একবার তাঁর শিষ্য ও ব্রক্ষচারীদের একটি তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা বলেছিলেন - একবার তিনি ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি যে কামড়ায় ছিলেন, সেখানে এক ভদ্রলোক তাঁকে অনেক্ষন ধরে লক্ষ্য করছিলেন।এক সময় সেই ভদ্রলোক স্বামীজীর কাছে এসে বসলেন। স্বামীজী তার দিকে বিশেষ নজর না দিয়ে দেশের ও দেশের মানুষের কথা ভাবছিলেন।তার তখন প্রচন্ড খিদেও পেয়েছিল। যাইহোক, লোকটি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ স্বামীজীকে বললেন - এ জীবন কেন বেছে নিলেন ? আপনার বয়স এখন খুব কম। আপনি এই বয়সে কর্ম ত্যাগ করে এই গেরুয়া বসন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।আলস্য জীবন যাপন করে কি লাভ ? খেটে খেতে শিখুন, এতেই সব আনন্দ।পরের দয়ায় পেট চালিয়ে লাভ কি ? স্বামীজী ভদ্রলোকের সব কথা শুনলেন। কিন্তু কোনো রকম প্রতিক্রিয়া না করে শুধু বললেন - আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তিনি যা করান আমি তাই করি। খানিকক্ষণ বাদে একটি ষ্টেশন এলো, স্বামীজী এবং সেই ভদ্রলোক দুজনেই সেখানে নামলেন। ভদ্রলোকটি স্বামীজীকে জিগ্গেস করলেন- সঙ্গে কোনো খাবার আছে কিনা ? থাকলে সেটা খেয়ে নিন। স্বামীজী বললেন - আমার সঙ্গে কোনো খাবার নেই। ভদ্রলোকটি বললেন - এটাই তো স্বাভাবিক। কর্ম না করলে অর্থ আসে না।আর অর্থ না থাকলে খাবারও আসে না। তাই দেখুন আপনার কাছে খাবার নেই আর আমি দিব্যি এখন খাবো। এই বলে ভদ্রলোকটি সঙ্গে থাকা খাবার খেতে আরাম্ভ করলেন। স্বামীজী শুধু লোকটিকে বললেন - আমি ঈশ্বরের কৃপায় থাকি, তিনি যা করান আমি তাই করি। এই বলে স্বামীজী কাছেই একটি গাছের তলায় গিয়ে বসলেন। লোকটি খাবার খেতে খেতে স্বামীজীকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিছুটা রাগান্বিত ভাবেই দেখতে লাগলেন। এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন- ঈশ্বর ঠিকই করেছেন, এই বয়সে কর্ম ত্যাগ করলে এই ভাবে অনাহারে থাকতে হয়।ঐদিকে স্বামীজী প্রচন্ড খিদে নিয়ে চুপ করে গাছের তলায় বসে আছেন।এমন সময় এক ভদ্রলোক স্বামীজীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তার প্রচুর খাবার। তিনি স্বামীজীকে জিগ্গেস করলেন - আপনিই কি স্বামী বিবেকানন্দ ? স্বামীজী বললেন - হ্যাঁ। লোকটি করোজোড়ে নতজানু হয়ে স্বামীজীকে বললেন - গতকাল রাত্রে আমাকে স্বপ্নে আমার ইষ্টদেব আমার ভগবান দর্শন দিয়ে বললেন - আগামীকাল এই গাছের তলায় আমার এক ভক্ত অভুক্ত অবস্থায় থাকবে, তাঁকে তুই অবশ্যই খাওয়াবি। তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। এই বলে লোকটি স্বামীজীকে তার আনা খাবারগুলো গ্রহণ করতে বললেন। স্বামীজী হাসি মুখে তাকে আশির্বাদ করলেন। এই দেখে সেই খাবার খাওয়া ভদ্রলোকটি অবাক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর কাছে এসে তার পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন। এবং বললেন - আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি নির্বোধ, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। অহংকার বশতঃ আপনাকে অনেক অপমান করেছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। স্বামীজী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, এবং বললেন- এই জগতে কাউকে তাচ্ছিল্য করতে নেই।এসব প্রসঙ্গ একটাই কথা বলার ছিল ঈশ্বর চিরকাল বিশ্বজুড়ে ছিল থাকবে আছে। ঈশ্বর ছাড়া জীবের কোন গতি নেই, মা যাকে দিয়ে যা করায়, তাই সে কাজটি করে । মা আজো পশ্চিম বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে বিরাজমান, তাই বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত দ্বারকা নদীর পূর্ব পাড়ে অতীতের চন্ডীপুর আজ তারাপীঠে পরিনত হয়েছে। তবে আগেকার শিমূল গাছ আজ আর নেই। নেই খরস্রোতা দ্বারকা নদীটিও। বর্তমানে মহাশ্মশানের ভয়াবহতাও অনেকটাই কমে গিয়েছে। তবে প্রাচীন কালের মতো আজও দেবীর মাহাত্ম্য অমলিন। তারা মায়ের প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হওয়ার পর ১২২৫ বঙ্গাব্দে মল্লারপুরের বাসিন্দা জগন্নাথ রায় আটচালা ইট দিয়ে নতুন মন্দিরটি নির্মান করেন। মন্দিরটির টেরাকোটা শিল্প আজও পর্যটকদের নজর টানে। মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের ওপর দেবী দুর্গার মূর্তি রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যানও রয়েছে সারা মন্দির জুড়ে। মন্দিরের উল্টোদিকে আছে চন্ডীমন্ডপ। মূল দেবী এখানে তারা কালী। দেবীর মুখ ছাড়া সারা অঙ্গ কাপড়ে আবৃত। আর অন্তরালে কষ্টিপাথরের শিবঠাকুর বর্তমান। রাত আটটার পর মহাকালী দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা মেলে। এছাড়াও মন্দির চত্বরেই রয়েছে বিষ্ণুর দুই পাষাণমূর্তি। তারা মন্দিরে ঈশানকোনের ছোট্ট মন্দিরে চন্দ্রচূড় শিব বর্তমান।এসব তথ্য আমি কোথা থেকে পেয়েছি অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে,ছোটবেলা থেকে সব কিছুর পিছনে একটু অনুসন্ধান করার ইচ্ছা শক্তি আমার প্রবল আছে।সেটাকে কাজে লাগিয়েছি পড়াশোনার মাধ্যমে সব কিছু তথ্য জোগাড় করা,বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছি। আজ তা আমার কলমে তুলে ধরছি।রামপুরহাট শহর তান্ত্রিক দেবী তারার মন্দির ও মন্দির-সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী এই মন্দির ও শ্মশান একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই মন্দির ৫১ সতীপীঠের অন্যতম বলে কথিত। এই স্থানটির নামও এখানকার ঐতিহ্যবাহী তারা আরাধনার সঙ্গে যুক্ত।তবে শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমে অন্যতম প্রধান শাক্তপীঠ তারাপীঠ। ঠিক কবে এই পীঠস্থান আবিস্কৃত হয়, তা যেমন সঠিক জানা যায় না। তেমনই সুস্পষ্ট নয় তারাদেবীর কাল্ট সংক্রান্ত খুঁটিনাটি। অতিপ্রাচীন দেবীশিলা মা উগ্রতারা, বশিষ্ঠদেবের পরম্পরা, সর্বোপরি দিব্যপুরুষ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বা বামাক্ষ্যাপাকে ঘিরে চলিত রয়েছে অসংখ্য কিংবদন্তি। বীরভূমের প্রধানতম তীর্থ তারাপীঠ আজ আন্তর্জাতিক কৌতূহলের কেন্দ্রভূমি। রহস্যের পরে রহস্য আবৃত রেখেছে এই শক্তিপীঠকে।

কেন এখানকার দেবী নাম তারা হল, তাই নিয়েও আছে পুরাণের এক কাহিনি। সমুদ্রমন্থনে ওঠা বিষ পান করে শিব হয়ে উঠলেন নীলকণ্ঠ। বিষে জর্জরিত তিনি। সেই যন্ত্রণা থেকে কীভাবে শিব মুক্তি পাবেন। সব দেবতা 'দেবী তারার' কাছে গিয়ে বললেন, শিবকে গরলমুক্ত করতে। 'দেবী তারা' তখন শিবকে আপন সন্তানের মতো কোলে নিয়ে আপন স্তন্য থেকে অমৃত পান করাতে লাগলেন। সেই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

'জওয়ান' ১ মাসে ১১০০ কোটির ক্লাব পার করেছে

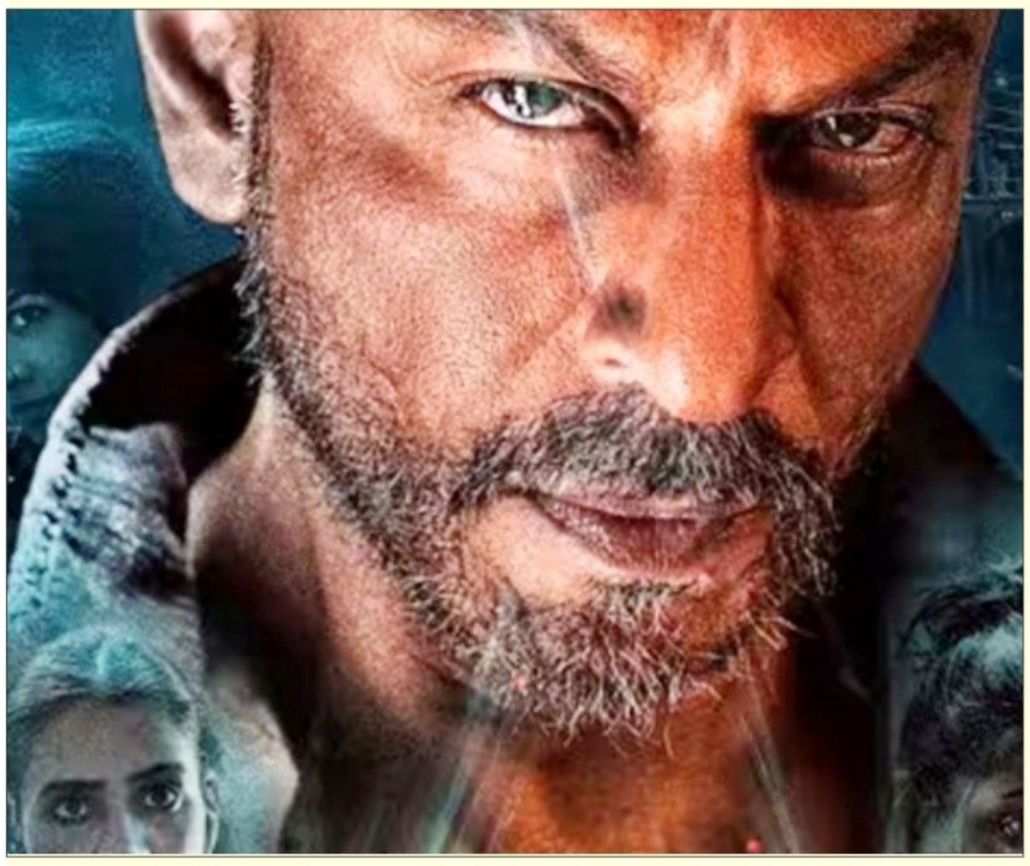

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'জওয়ান' সিনেমা মুক্তির দিন থেকেই একের পর এক রেকর্ড ভেঙেছে। এবার নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে বলিউড বাদশা অভিনীত এ সিনেমা। সেই ধারা অব্যাহত রেখে বিশ্বের বাজারে ১১০০ কোটি রুপির ক্লাব পার করেছে সিনেমাটি। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় সাড়ে চৌদ্দ কোটি টাকারও বেশি।

সিনেমাটি মুক্তির আগে থেকেই বলিউডপ্রেমীদের মনে ঝড় তুলেছিল। ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পায় শাহরুখ খানের চলতি বছরের দ্বিতীয় সিনেমা 'জওয়ান'।

গ্লোবাল বক্স অফিসেও ইতিহাস গড়েছে 'জওয়ান'। এই প্রথম কোনো ভারতীয় সিনেমা বিশ্বের বক্স অফিসে ১১০০ কোটি রুপির ঘর অতিক্রম করল। সিনেমাটি ১১০৩.২৭ কোটি রুপির ব্যবসা করেছে।

এছাড়া ভারতের বক্স অফিসে এ সিনেমা ৭৩৩.৩৭ কোটি রুপি আয় করেছে। অর্থাৎ বিদেশে ৩৬৯.৯০ কোটি রুপি ব্যবসা করেছে সিনেমাটি, এক মাসে। আমির খানেরওদঙ্গল সিনেমাটি বিশ্বজুড়ে ২৪০০ কোটি রুপির ব্যবসা করেছিল যার একটা বড় অংশ এসেছিল চীন থেকে, এখনো তার ব্যবসা শীর্ষে রয়েছে।

দক্ষিণী সিনেমার নির্মাতা অ্যাটলি পরিচালিত 'জওয়ান', গৌরী খান ও গৌরব খান্না প্রযোজিত, 'রেড চিলিজ এন্টারটেনমেন্ট' নিবেদিত সিনেমা। 'জওয়ান' সিনেমার এ বিপুল আয়ের কথা 'রেড চিলিজ'-এর সোশ্যাল মিডিয়ায় থেকে পোস্ট করে জানানো হয়েছে।

এছাড়া ভারতেও ব্যাপক ব্যবসা করে যাচ্ছে 'জওয়ান' । ভারতে সিনেমার হিন্দি সংস্করণই ৫৬০.০৩ কোটি রুপি ব্যবসা করেছে। অর্থাৎ শিগগিরই এ সিনেমা ৬০০ কোটির ঘরে প্রবেশ করবে। অন্যান্য ভাষা থেকে এ সিনেমা ৫৯.৮৯ কোটি রুপি আয় করেছে। বিশ্বজুড়ে এ সিনেমা হিন্দি, তামিল ও তেলুগুতে মুক্তি পেয়েছে ৭ সেপ্টেম্বর।

ছবি শিকারিদের সঙ্গে চটেছেন রণবীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড নায়ক রণবীর কাপুরকে বুধবার মহাদেব বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারিতে ইডি তলব করেছিল। শুক্রবার (৬ অক্টোবর) ভারতের ছত্তিশগড়ের রায়পুর ইডি অফিসে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল রণবীরের। তবে ইডির কাছ থেকে দুই সপ্তাহের সময় চেয়েছেন রণবীর।

কিন্তু এ ঘটনা কিছুটা হলেও যে রণবীরকে ভাবিয়ে তুলেছে। তা বোঝা গেল সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও দেখে। এতে দেখা গেছে ছবি শিকারিদের উপর মেজাজ হারাচ্ছেন ঋষিপুত্র। যে রণবীর, ক্যামেরাম্যানদের দেখলে হেসে কথা বলতেন, সেই রণবীরই হঠাৎ ক্যামেরা দেখতেই গেলেন ক্ষেপে।

ইডি সূত্রে জানা গেছে, 'রণবীর হয়তো এই অনলাইন বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন। তাই এমতাবস্থায় তাকে অভিযুক্ত হিসেবে তলব করা হয়নি। ওই সংস্থা থেকে যে অর্থ তিনি পেয়েছেন, সেই অর্থের উৎস সম্পর্কে তার কতটা ধারণা রয়েছে, কিংবা ওই সংস্থার আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত কতটা তথ্য রয়েছে তার কাছে, সেসব তথ্য বের করতেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে।'

মহাদেব বেটিং অ্যাপের দুই হোতা সৌরভ চন্দ্রকার ও রবি উপ্পল, দুজনেই এ কর্মকাণ্ড দুবাই থেকে চালাতেন বলে জানা গেছে। নতুন আইডি তৈরি করে এই অনলাইন বেটিং অ্যাপে যারা রেজিস্ট্রার করতেন, তাদের অর্থ এক বেনামি ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে জমা হতো।

এ একই কাণ্ডে সম্প্রতি সানি লিওনিকেও তলব করেছিল ইডি। শুধু তাই নয়! আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য, এ বেটিং অ্যাপের নেপথ্য মূলচক্রী সৌরভ চন্দ্রকর ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গা ঢাকা দিয়ে দুবাইতে বিগ বাজেট বিয়ে সেরেছেন। যে বিয়ের খরচ শুনলে যে কেউ বিস্মিত হবে। ২০০ কোটি রুপির 'গ্ল্যামারাস' এ বিয়েতে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন বলিউডের বহু তারকা। তারাই এবার ইডির নজরে পড়েছে।

এ তালিকায় রয়েছেন সানি লিওন, টাইগার শ্রফ, নেহা কক্করসহ আরও তারকার নাম। ইডির পাঠানো লিস্টে আতিফ আসলাম, রাহাত ফতেহ আলি খান, ভারতী সিং, ভাগ্যশ্রী, কৃতী খারবান্দা, নুসরত বারুচাসহ অনেক তারকার নাম রয়েছে।

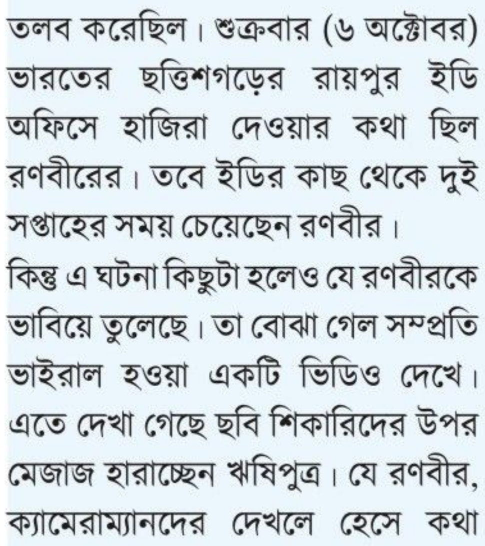

এবার শ্রদ্ধা কাপুরকে তলব করেছে ইডি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এবার বেটিং অ্যাপ তদন্তে নাম যুক্ত হয়েছে শ্রদ্ধা কাপুরের। ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর বা 'ইডি' তলব করেছে বলিউডের এ নায়িকাকে।

মহাদেব অনলাইন বেটিং অ্যাপ মামলায় একের পর এক তলব করা হচ্ছে বলিউড অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। তালিকায় এরই মধ্যেই রয়েছেন রণবীর কাপুর, কপিল শর্মা, হুমা কুরেশি ও হিনা খানকেও। এবার সেই তালিকায় নাম এসেছে শ্রদ্ধারও।

রণবীর ছাড়াও এ মহাদেব বেটিং অ্যাপ মামলায় ইডির নজরে রয়েছেন অন্তত ১৫-২০ জন বলিউড তারকা। যেমন সেই তালিকায় নাম রয়েছে গায়ক আতিফ আসলাম, রাহত ফতেহ আলি খান, বিশাল দাদলানি, সুখবিন্দর সিংহ, নেহা কক্কর।

এছাড়াও এ তালিকায় রয়েছেন টাইগার শ্রফ, এলি আব্রাম, সানি লিওন, ভাগ্যশ্রী, পুলকিত সম্রাট, কৃতি খরবান্দা, নুসরাত ভারুচার মতো অভিনেতার নামও। ইডির স্ক্যানারে রয়েছেন কৌতুকাভিনেতা ভারতী সিংহ, কৃষ্ণা অভিষেকও। সেই তালিকায় এবার ঢুকে গেলেন শ্রদ্ধা কাপুরও। তার কাছেও এসেছে ইডির নোটিশ।

জানা গেছে, আজই (৬ অক্টোবর) হাজিরা দিতে বলা হয়েছে শ্রদ্ধাকে। অন্যদিকে নোটিশ এসেছে রণবীরের কাছেও। শোনা যাচ্ছে, হাজিরা দেওয়ার জন্য ২ সপ্তাহের সময় চেয়ে নিয়েছেন তিনি। হিনা, কপিল ও হুমাকেও আলাদা আলাদা দিনে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এজেন্সির রায়পুর অফিসে তাদের যাওয়ার কথা। তবে এখনো পর্যন্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পক্ষ থেকে কোনো উত্তর আসেনি।

প্রকাশ করেছে যে চন্দ্রকর এবং সংস্থার দ্বিতীয় প্রোমোটার, রবি উৎপল দ্বারা আয়োজিত অ্যাপের সাফল্যের পার্টিরও তদন্ত চলছে, যা গত বছর সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই পার্টিতেও বলিউডের একাধিক তারকা উপস্থিত ছিলেন।

তারাও স্বাভাবিকভাবে ইডি নজরে রয়েছেন বলে জানা যায়। দুই ইভেন্টের জন্যই নাকি হাওয়ালার মাধ্যমে অভিনেতা-অভিনেত্রী ও গায়ক গায়িকাদের নগদে পেমেন্ট করা হয়েছিল বলে সংবাদে জানা গেছে। এখন এ তদন্তে আর কার কার নাম জড়ায় সেই দিকে দৃষ্টি থাকবে।

বন্যার্তদের সাহায্য দিয়েও বিতর্কের মুখে কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের হিমাচল প্রদেশের মানুষ বন্যার পানিতে সবকিছু ডুবে যাওয়ায় মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। বিপর্যস্ত সে দেশের বিভিন্ন পার্বত্য এলাকা। হিমাচল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে উদার হাতে টাকা পাঠাচ্ছেন ভারতবাসী।

পিছিয়ে নেই বলিউডের বড় বড় তারকারাও। সবার প্রথমে যেমন এগিয়ে এসেছেন আমির খান বন্যার সাহায্য তহবিলে দিয়েছিলেন ২৫ লাখ রুপি।

সঙ্গত কারণেই সবার চোখ ছিল কঙ্গনা রানাউতের দিকে। কারণ তিনি তো সেখানকার পাহাড়ি মেয়ে। মান্ডি জেলার ভাম্বলা গ্রামে তার আদি নিবাস। তারকা হয়ে যখন দুহাত ভরে উপার্জন করেছেন, তখন কুলুতে বানিয়েছেন এক বিলাসবহুল অট্টালিকাও। প্রায়ই সেখানে ছুটি পেলেই তিনি চলে যান। ফলে তিনি কত দেবেন নিজের রাজ্যের বন্যাত্রাণে, সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিরাট প্রশ্ন।

প্রশ্ন বিরাট হলে কী হবে, নায়িকা যে ৫ লাখ রুপি বেশি দান করতেই পারলেন না! বলতে নেই, নানা কারণে বিতর্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলিউডের এই সুন্দরীকে নিয়ে। কিন্তু এবারেরটা যেন রীতিমতো লজ্জার পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াল।

অনেকেই দানের পরিমাণ দেখে মানতে পারছেন না। ভাবলেন এত কৃপণ নায়িকা, নিজের রাজ্যের জন্য আরও একটু বেশি টাকা কী পাঠানো যেত না! কিন্তু যেটা অনেকেই জানলেন না এবং সেই কারণেই বুঝলেনও না যে সদিচ্ছা সত্ত্বেও এর থেকে বেশি অংকের অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে পাঠাতে পারেননি কঙ্গনা।

মুখ্যমন্ত্রী নিজে চিঠি লিখে কঙ্গনাকে সাহায্যের অনুরোধও জানিয়েছিলেন। এগিয়ে এসেছিলেন নায়িকাও। গোল বাধল এর পরেই, হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল কঙ্গনাকে ৫ লাখ রুপির বেশি অনলাইন লেনদেনের অনুমতি দিল না। একটুতেই মেজাজ হারিয়ে ফেলেন কঙ্গনা। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না।

নিজের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে কথোপকথনের স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে দিলেন কঙ্গনা। জানালেন যে সারাদিন ধরে তারা একটানা চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু ত্রাণ তহবিল অনলাইনে ৫ লাখ রুপির বেশি কিছুতেই পাঠাতেই দিল না। যদিও তিনি খুব কম হলেও ১০ লাখ টাকা দিতে চেয়েছিলেন।

নাগরিকরা বলছেন সে তো হক কথাই! অনলাইনে অসুবিধা তো কী হয়েছে, নিজেরই তো জায়গা, কঙ্গনা এসে বাকি টাকা দিয়ে রাজ্যের পাশে দাঁড়ান না। বন্যার্তদের সাহায্য করেও বিতর্কের মুখে পড়েছেন কঙ্গনা। তবে এ নিয়ে মুখ খুলছেন না তিনি।

ভিনি-জুডে
উড়ে গেল ওশাসুনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যাওয়ার পরে রিয়ালের সবচেয়ে ইমপ্যাক্ট ফুটবলার জুড বেলিংহ্যাম কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নয়টি লিগ ম্যাচ আর দুটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচ দিয়েই সম্ভবত ওই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন ইংলিশ এই মিডফিল্ডার। করিম বেনজেমা চলে যাওয়ায় রিয়ালের স্ট্রাইকার পজিশনে খেলা এই মিডফিল্ডার শনিবার ওশাসুনার বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন। তার সঙ্গে গোল পেয়েছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র ও জোসেলু। ফলস্বরূপ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ওশাসুনার বিপক্ষে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে জিতেছে লস ব্লাঙ্কোসরা। লিগ টেবিলে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। শনিবার ম্যাচের প্রথমার্ধে ১-০ গোলের লিড পায় রিয়াল মাদ্রিদ। দানি কারভাহালের সহায়তায় গোল করেন জুড বেলিংহ্যাম। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান ২-০ করে ফেলেন রিয়ালের সবচেয়ে দামী ফুটবলার বেলিংহ্যাম। রিয়ালের হয়ে আট লিগ ম্যাচে ৮ গোল করেন তিনি। সঙ্গে সব মিলিয়ে ১০ ম্যাচে ১০ গোল।

এরপর ম্যাচের ৬৫ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করে ফেলেন ইনজুরি কাটিয়ে ফেরা ভিনিসিয়াস জুনিয়র। মৌসুমের শুরুতে রিয়ালে যোগ দেওয়া জোসেলু ওই ব্যবধান ৪-০ করে নেন। তিনি অবশ্য দলকে ৫-০ গোলে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারেননি।

মেয়ের বাবা হলেন নেইমার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মেয়ের বাবা হলেন আল হিলালের ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার নেইমার জুনিয়র। শনিবার এক্সে (টুইটার) নিজেই এ খবর জানিয়েছেন তিনি। সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশু সন্তান ও প্রেমিকা ব্রুনা বিয়ানকার্দির সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেছেন নেইমার। সেখানে নেইমার লিখেছেন, 'জীবন পূর্ণ করার জন্য আমাদের মাভি চলে এসেছে। স্বাগতম, কন্যা। তুমি ইতোমধ্যে আমাদের কাছে খুব প্রিয়। আমাদের কোল আলোকিত করার জন্য ধন্যবাদ।'

এরপর তার ক্লাব আল হিলালও নিজেদের সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্টে নেইমারকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

এর আগে চলতি বছরে জুন মাসে নেইমার ও বিয়ানকার্দি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একসঙ্গে জানিয়েছিলেন তাদের ঘরে কন্যাসন্তান আসতে যাচ্ছে। ২০২১ সাল থেকে ব্রুনা বিয়ানকার্দির সঙ্গে প্রেম শুরু হয় ব্রাজিল তারকার। বিষয়টি জানাজানি হয় ২০২২ সালের জানুয়ারিতে। ওই বছরের আগস্টে তাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার গুঞ্জন ওঠে। তবে নেইমারের ৩১তম জন্মদিনে আবারও মিলে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। এর পরই বিয়ানকার্দি সন্তান সম্ভবা বলে জানা যায়।

নেইমারের ১২ বছর বয়সী একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। তার নাম ডেভি লুকা। ২০১১ সালের আগস্টে তার জন্ম হয়। লুকার মা নেইমারের সাবেক প্রেমিকা ক্যারোলিন দান্তেস।

নেমেই জোড়া গোল, হারতে হারতে জয় ম্যানইউ'র

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : হারের বৃত্তে ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আগের সাত লিগ ম্যাচের চারটিতে হেরেছে তারা। হেরেছে দুটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচেও। শনিবার ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষেও হার দেখছিল ম্যানইউ। সেখান থেকে ৮৭ মিনিটে বদলি নেমে যোগ করা সময়ে জোড়া গোল করে রেড ডেভিলসদের ২-১ গোলে জিতিয়েছেন স্কট ম্যাকটমিনি। ওল্ড ট্রাফোর্ডে শনিবার ম্যাচের ২৬ মিনিটে গোল খায় ম্যানইউ। চেষ্টা করেও ওই গোল আর শোধ দিতে পারছিল না দলটি। এরপর স্কটিশ মিডফিল্ডার বদলি নেমে ম্যাচের ৯৩ মিনিটে প্রথম গোল করেন। চার মিনিট পরে দ্বিতীয় গোল করে দলকে জয় এনে দিয়েছেন তিনি। ওই জয়ে ৮ লিগ ম্যাচে ম্যানইউর জয়-পরাজয় সমান।

ধোনি হতে পারবেন কি রোহিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছ থেকেই শোনা। তাদের দলেও নাকি সাকিব-তামিমমের মতো গল্প আছে। বিরাট কোহলির কললিস্টে নাকি গেল দুই বছরেও রোহিত শর্মার নাম পাওয়া যাবে না। দু'জনের সম্পর্ক নাকি এতটাই শীতল যে কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের মতো মানুষও চেষ্টা করে এক টেবিলে দু'জনকে নিয়ে ডিনার করতে পারেননি। সে দেশেও নাকি সমর্থকদের মধ্যে বিরাট আর রোহিতের আলাদা আলাদা ফেসবুক সমর্থকগোষ্ঠী রয়েছে। অবশ্য সেখানে প্রাদেশিকতার একটা টান আছে সমর্থকদের মধ্যে। বিরাট কোহলির প্রতি দিল্লির মানুষের সমর্থন বেশি। অন্যদিকে নাগপুরের ছেলে রোহিত গুননাথ শর্মার প্রতি মারাঠিদের বাড়তি আবেগ কাজ করে। যারা মনে করেন আইপিএলে মুম্বাইকে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন করা রোহিত শর্মা অনেক আগেই ভারতীয় দলের নেতৃত্ব পেতেন, যদি বিরাট কোহলি তাঁর ব্যর্থতা মেনে পদটি ছেড়ে দিতেন। অধিনায়ক কোহলি যদি এতই ভালো হতেন, তাহলে তো গত কয়েক বছরে অন্তত আইসিসির একটি ট্রফি দেশকে দিতে পারতেন। ভারত শেষবার আইসিসির কোনো টুর্নামেন্ট জিতেছে ২০১৩ সালে। সেবার তারা ইংল্যান্ডে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে।

ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে ধোনিই একমাত্র আইসিসির তিন টুর্নামেন্টের শিরোপা ঘরে এনেছিলেন। ওয়ানডে বিশ্বকাপ, টি২০ বিশ্বকাপ আর আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। সব সাফল্যই সেই ধোনির সময়ে। পরবর্তী সময়ে বিরাট কোহলি দলের ভার কাঁধে নিয়ে বেশ কয়েকবার আইসিসির টুর্নামেন্ট ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু অধরা শিরোপা ঘরে আনতে পারেননি। ২০১৭ সালে কোহলির ভারত আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ওঠে। ২০২১ সালে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলে। বিরাট কোহলি নিজে পারফর্ম করতে পারলেও ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল তাঁর দল। ২০২১ টি২০ বিশ্বকাপে সুপার টোয়েলভ পর্যন্ত যেতে পারে ভারত। এরপরই ট্রফিখরা কাটাতে রোহিতকে দেওয়া হয় অধিনায়কের দায়িত্ব। এমন একটি অনুযোগ ছিল ভারতীয় বোর্ডের সাবেক সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলিই অনেকটা কৌশলী হয়েই কোহলির কাছ থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেন। কলকাতার সাংবাদিকদের আড্ডায় এটা স্বীকৃত যে সেই শোধ নাকি বিরাট কোহলি তুলেছিলেন বোর্ডে সৌরভ বিপদে পড়ার সময়।

তবে রোহিত শর্মা অধিনায়ক হয়েই কিন্তু কপাল ফেরেনি ভারতের। ২০২২ টি২০ বিশ্বকাপে ভারত সেমিফাইনাল পর্যন্তই যেতে পারে। আর এ বছর সেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেও ট্রফি অধরা থাকে। যদিও রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারতের জয়ের সংখ্যা কোহলির চেয়ে বেশি। কিন্তু মিডিয়ায় যেভাবে দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে কানাঘুষা, ততটা কি ক্যামেরা ধরতে পারেনি কখনও। এশিয়া কাপেই এই দু'জনকে এক ফ্রেমে হাস্যোজ্জ্বল দেখা গেছে। ম্যাচের মধ্যেও একে অন্যের পাশে দাঁড়াতে দেখা গেছে। ২০১১ সালে শচীন টেন্ডুলকারকে কাঁধে নিয়ে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেরে ঘুরিয়েছিলেন কোহলি। এবার যদি ভারত কিছু করতে পারে, তাহলে হয়তো কোহলির জন্যই কাঁধ পেতে দেবেন শুভমান গিলের মতো কোনো তরুণ।

স্কোয়াড থেকে বাদ পড়ল
আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বসেরা আর্জেন্টাইন ফুটবলার লিওনেল মেসি। বিশ্বকাপ থেকে শুরু হয়ে একের পর এক ম্যাচ খেলেই যাচ্ছেন মেসি। কাতার থেকে প্যারিস, সেখান থেকে মার্কিন মুল্লুক হয়ে আবার স্বদেশ আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসির পা দুটির যেন থামার জো নেই। আন্তর্জাতিক প্রীতি কিংবা বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ, অন্যদিকে ক্লাবের হয়েও ঠাসা সূচিতে চিড়েচেপ্টা হওয়া দশা।

আর সেটিই যেন কাল হয়ে দাঁড়াল। ইন্টার মায়ামির হয়ে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটিতেই খেলতে পারেননি মেসি। চোটেপড়া মেসিকে নিয়ে শঙ্কা ছিল বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচেও। এদিকে আর্জেন্টিনার পরবর্তী দুই বাছাইয়ের ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। তবে মেসি থাকলেও স্কোয়াডে নাম নেই ডি মারিয়ার।

আগামী ১২ অক্টোবর প্যারাগুয়ে ও ১৭ অক্টোবর পেরুর বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছেন কোচ লিওনেল স্ক্যালোনি। দলে ফিরেছেন পাউলো দিবালা, মার্কোস আকুইনা, লুকাস ওকাম্পোসের মতো ফুটবলাররা। তবে বাদ পড়েছেন অভিজ্ঞ উইঙ্গার অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। চোট থাকায় তাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ডান পায়ে অস্ত্রোপচারের কারণে ছিটকে গেছেন ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেজও।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনা স্কোয়াড

এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, ফ্রাঙ্কো আরমানি, হুয়ান মুসো, ওয়ালতার বেনিতেস, হুয়ান ফয়েথ, গঞ্জালো মন্টিয়েল, নাহুলেন মলিনা, হেরমান পেসুয়া, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, লুকাস মার্তিনেস, নিকোলাস ওতামেন্ডি, মার্কো পেয়েগ্রিনো, মার্কোস আকুইনা, নিকোলাস তালিয়াফিকো, লুকাস এসকেভেল, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, গিদো রদ্রিগেস, এনজো ফার্নান্দেস, রদ্রিগো ডি পল, এজেকেল পালাকিওস, কার্লোস আলকারাজ, জিওভান্নি লো সেলসো, আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, থিয়াগো আলমাদা, ব্রুনো সাপেয়ি, পাউলো দিবালা, লিওনেল মেসি, জুলিয়ান আলভারেজ, লাউতারো মার্তিনেস, ফাকুন্দো ফারিয়াস, লুকাস বেলত্রান, আলেহান্দ্রো গার্নাচো, নিকোলাস গনসালেস, লুকাস ওকাম্পোস।

বিশ্বকাপ ধামাকা

ইংলিশ পরীক্ষায় পাস করতে
পারল না টাইগাররা, হারল ১৩৭ রানে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংলিশ পরীক্ষায় টাইগাররা শেষ পর্যন্ত পাস করতে পারলো না। জস বাটলারের দলের কাছে সাকিব আল হাসানের বাহিনী হেরেছে ১৩৭ রানের বড় ব্যবধানে।

বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই টপ অর্ডার ধসে পড়ে। রিস টপলির বলে কূলকিনারা করতে পারেননি তানজিদ হাসান, নাজমুল হাসান শান্ত, সাকিব আল হাসান। মেহেদী হাসান মিরাজকে ফেরান ক্রিস ওকস। তবুও এক প্রান্ত আগলে ছিলেন লিটন কুমার দাস। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন মুশফিক। তবে ৭৬ রানে ওকসের বলে লিটন সাজঘরে ফিরলে চূড়ান্ত বিপর্যয় নামে টাইগার শিবিরে। মুশফিক-লিটনের ৭২ রানের জুটিই বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জন আজকের ম্যাচে।

লিটনের বিদায়ের পর খানিকটা লড়াই করে সাজ টপলির শিকার হয়ে ৫১ রানে সাজঘরে ফেরেন মুশফিক। এরপর তাওহিদ হৃদয় খানিকটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন। তবে তাকেও থামতে হয়েছে ৩৯ রানে লিয়াম লিভিংস্টোনের শিকার হয়ে। সবমিলিয়ে ৪৮.২ বলে ২২৭ রানে অলাউট হয়েছে সাকিবের দল। ইংলিশদের হয়ে সর্বোচ্চ চার উইকেট নিয়েছেন রিস টপলি। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে টাইগারদের ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৬৫ রানের টার্গেট দিয়েছিল ইংল্যান্ড।

রেকর্ড গড়েই
শ্রীলঙ্কাকে হারালো পাকিস্তান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের হায়দ্রাবাদে পাকিস্তানের বিপক্ষে বড় লক্ষ্য দিয়েও জয় নিশ্চিত করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। এদিকে ১০ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কার ৩৪৫ রানের জবাবে ইমাম-উল-হক ও বাবর আজম দুজনেই ফিরে যান দলীয় ৩৭ রানে। এরপর যা ঘটেছে সেটি পাকিস্তান কেন 'আনপ্রেডিক্টেবল' তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট! লঙ্কান ব্যাটার কুশল মেন্ডিস ও সাদিরা সামারাবিক্রমার জোড়া সেঞ্চুরির জবাবে পাকিস্তানি ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ান এবং আব্দুল্লাহ শফিকও ম্যাজিক ফিগার পূর্ণ করেছেন। যার ওপর ভর করে ১০ বল হাতে রেখেই বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান টপকানোর রেকর্ড গড়েছে বাবরের দল।

এশিয়ান গেমস
ক্রিকেটের দুই স্বর্ণই ভারতের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের প্রথম দুই আসরে অংশ নেয়নি ভারত। ২০১০ সালে গুয়াংজুতে পুরুষ বিভাগে বাংলাদেশ ও নারী বিভাগে পাকিস্তান স্বর্ণ জিতেছিল। ২০১৪ সালে ইনচনে পুরুষ বিভাগে শ্রীলংকা ও নারী বিভাগে পাকিস্তান স্বর্ণ জিতেছিল। এবার প্রথম অংশ নিয়ে নারী-পুরুষ দুই বিভাগের স্বর্ণই গলায় ঝুলিয়েছেন ভারতের ক্রিকেটাররা।

নারী বিভাগের স্বর্ণের লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কাকে হারানের পর শনিবার পুরুষ বিভাগের স্বর্ণ তারা পেয়েছে ফাইনাল পরিত্যক্ত হওয়ায়।

টানা তিন এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের পুরুষ বিভাগের স্বর্ণের লড়াইয়ে ছিল আফগানিস্তান। তিনবারই রৌপ্য জুটলো তাদের।

শনিবার চীনের হাংজুতে ভারতের বিপক্ষে লড়াই না করেই হারতে হয়েছে আফগানদের। বৃষ্টি ভাসিয়ে নেওয়া ফাইনাল শেষে র্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকা ভারতকেই বিজয়ী ঘোষণা করে তাদের ক্রিকেটারদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় স্বর্ণপদক।

প্রথমে ব্যাট করতে নামা আফগানিস্তানের রান যখন ১৮.২ ওভারে ৫ উইকেটে ১১২, তখনই বাগড়া দেয় বৃষ্টি। বৃষ্টি শুরু হলে আম্পায়ার খেলা বন্ধ করে দেন।

এর পর আর মাঠে নামার সুযোগ দেয়নি বৃষ্টি। দুই আম্পায়ার ৫ টা ১০ মিনিটে শেষবার মাঠ পরিদর্শন করে জানিয়ে দেন ম্যাচ পরিত্যক্ত। তাতেই ভেসে যায় আফগানিস্তানের প্রথমবারের মতো স্বর্ণজয়ের স্বপ্নটা।

গেমস ক্রিকেটের দুই বিভাগের ব্রোঞ্জ পদকই পেয়েছে বাংলাদেশ। দুই বিভাগের ব্রোঞ্জের লড়াইয়েই বাংলাদেশ হারিয়েছে পাকিস্তানকে। ক্রিকেটের ৬ পদক ভাগ করে নিয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR